প্রাক্‌কথন

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ে বাংলা সান্মানিক নিয়ে পড়ার সময় থেকেই বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্পের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তবে এর পূর্বেই বিদ্যালয়ে পড়াকালীন গ্রামের পাঠাগার থেকে বই নিয়ে এসে উপন্যাস ও গল্প পড়ার ঝোঁক ছিল। তারপর মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে পাঠ গ্রহণ করি। সেখানে দু'বছর অধ্যয়নের সময় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসগুলির পাঠ করে বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে জানার আরও বেশি আগ্রহে জড়িয়ে পরি। পাশাপাশি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধগুলি আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। কিন্তু আমার আগ্রহ উপন্যাসের প্রতি একটু বেশি থাকায় অন্নদাশঙ্করেরই উপন্যাসের অনুসন্ধান করি। স্নাতকোত্তর বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে নেই। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে স্বল্প পাঠেই বুঝতে পারি এই উপন্যাসগুলিতে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিশা ও বৃহত্তর জীবনচেতনার আভাস আছে। আমি বিষয়টি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়কে জানাই। তখনই তিনি আমাকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস নিয়ে গবেষণা করার কথা বলেন। আমি সানন্দে রাজি হয়ে যাই। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায় প্রবন্ধ, ছড়া, ছোটোগল্প, নাটক লিখলেও তাঁর উপন্যাসকেই কেন গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি এমন প্রশ্ন থেকেই যায়। আসলে তাঁর উপন্যাসে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ মিলিয়ে বৃহত্তর পরিসরে সামগ্রিক জীবনবোধকে ধরার চেষ্টা আছে এবং উপন্যাস সম্পর্কেও রয়েছে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। সে কারণেই তাঁর উপন্যাসগুলিকে পিএইচ. ডি-এর গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি।

সবুজপত্র যুগের আলোড়নকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রোত্তর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাসে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন ভাব ভাবনা, চিন্তা চেতনার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, গান্ধীজি, লিও টলস্টয়, গ্যেটে প্রমুখ মনীষীদের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে নির্যাসটুকু সংগ্রহ করে স্বমহিমায় ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উপন্যাস লিখেছেন। ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সাথে ইউরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় তাঁর উপন্যাস। সাহিত্য সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার কোনো সুনির্দিষ্ট গণ্ডী থাকতে পারে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে প্রশাসকের প্রশিক্ষণ সূত্রে ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন ও স্বাধীন ভারতে দক্ষ প্রশাসকের কাজ করার সুবাদে এবং একজন দেশপ্রেমী মানবপ্রেমিক মানুষ হিসেবে

তাঁর যে জীবনদর্শন গড়ে ওঠে তার সুন্দর সমীকরণে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। যা উত্তরসূরীদের কাছে মহামূল্যবান সম্পদ। তিনি সাহিত্যশাস্ত্রী, চিন্তাবিদ ও জীবনশিল্পী। তাই তিনি তাঁর সাহিত্যে জীবন, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছেন ও লিখেছেন। ভাবিয়েছেন আমাদেরও। আর তার ভাবনা চিন্তাকে জীবনের মধ্য দিয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করে সাহিত্যের মধ্যে বিশেষত উপন্যাসে মানবজীবনের সমগ্ররূপকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষণা কর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। আর সর্বশেষ অধ্যায়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ঔপন্যাসিক সত্তার সার্বিক মূল্যায়ন করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিজীবন ও উপন্যাস লেখা প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় অধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : রাজনীতি ও ইতিহাস প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ে উপন্যাস : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন ও সংস্কৃতি

চতুর্থ অধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : শাশ্বত সত্যের অন্বেষণ

পঞ্চম অধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : তত্ত্ব ও দর্শন প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ অধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস : আঙ্গিক ও শৈলী প্রসঙ্গ

উপসংহার

আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য যিনি আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন, নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন, ভালোবেসেছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মূল্যবান সুপরামর্শ দিয়ে নানাভাবে প্রতিমুহূর্তে সহায়তা করে গবেষণা কর্মে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়। এছাড়া বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণ আমার গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন। অন্যদিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অতনু শাসমল মহাশয় ও অধ্যাপক ড. রীতা মোদক মহাশয়া আমাকে গবেষণা কর্মে নানা সুপরামর্শ দিয়ে প্রতিমুহূর্তে সাহায্য করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা। দাদা ও ভাই আমাকে সাহস জুগিয়ে সহযোগিতা করেছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গবেষক দাদা বন্ধু ও ভাইরা আমার গবেষণা কর্মে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

বাংলা বিভাগের গবেষক বন্ধু অধ্যাপক উত্তম দাস আমার গবেষণা কাজে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া অধ্যাপিকা দিদি সায়নী রাহা, গবেষক বন্ধু অমিত দেবদাথ এবং ভাইদের মধ্যে তুফান রায়, প্রসেনজিৎ দাস, ইউনুস মিঞা, এহেসানুল্লা হক, তাপস মণ্ডল, সুব্রত পাল, দীপ চন্দ, নবীন দাস, মনোজিৎ বর্মন, কবি বন্ধু শিবনারায়ণ রাউত আমাকে গবেষণা কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। প্রুফ সংশোধনের কাজ আমি নিজেই করেছি। সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও খুব কম সময়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে আমার ভ্রাতৃসম সুজিৎ রায়। তাকেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

তারিখ: 08.12.2021

উজ্জ্বল শীল

উজ্জ্বল শীল